CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM III CC5 : INTRODUCTION TO COMPARATIVE GOVERNMENT AND POLITICS

TOPIC-I–b : Understanding Comparative Politics - b. Going Beyond Eurocentrism

ইউরোপ-কেন্দ্রিক ভাবনার থেকে সম্প্রসারিত তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

I. Understanding Comparative Politics – b. Going Beyond Eurocentrism

ইউরোপ-কেন্দ্রিক ভাবনার থেকে সম্প্রসারিত তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা

রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ও সমাজিকীকরণ দুই প্রতিনিয়ত চলছে এবং এই অগ্রগতির প্রভাব তুলনামূলক রাজনীতির ওপর পড়ছে যার ফলে এর পরিধি ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। তুলনামূলক রাজনীতি অতীতে মূলত পশ্চিমের দেশগুলির কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো কিন্তু এখন তা অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি উন্মুক্ত ব্যবস্থা এবং এর ওপরে সমগ্র পরিবেশের এবং নানা শক্তির প্রভাব পড়ছে। এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই উন্মুক্ততা তার বিশ্লেষণের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই কারণেই তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি বেড়ে চলেছে।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকেই তুলনামূলক রাজনীতি সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। রাজনীতির একটি শাখা হিসেবেই এর আবির্ভাব বলা যায়। রাজনীতি শাস্ত্রকে আরো সুদৃঢ়, সুসংগঠিত ও বিশুদ্ধ এবং পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টার ফসল হলো তুলনামূলক রাজনীতি। তুলনামূলক রাজনীতির ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যাবে এর প্রাথমিক সৃষ্টির যুগে সরকার ও সংবিধানের কথাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে, তুলনামূলক রাজনীতির ভাবনায় অবশ্যই প্রধানত আকৃষ্ট করেন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞান দার্শনিক অ্যারিস্টোটল। গ্রিক নগর রাষ্ট্রের সীমিত দৃষ্টিতে বাধা পড়লেও এই নগর রাষ্ট্রের আকার কেমন হলে ভালো হয়, তার এক বাস্তব তুলনামূলক ধারণা তার কাছ থেকেই আমরা প্রথম পাই। তুলনামূলক রাজনীতির আরও এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব পলিবিয়াস (POLYBIUS)। সমকালীন রোমান রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার ওপর প্রভাবি নয়, আজকের দিনেও তুলনামূলক রাজনীতির ভিত্তি গড়ার কারিগর হিসেবে তাঁকে স্মরণ করতে হয়। রোমের শাসনে শক্তি ও স্থায়িত্বের আরো এক নতুন গতি সঞ্চার করেছিলেন Cicero।

প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস এবং সামরিক একনায়কতন্ত্রের উত্থান শান্তিকামী, নীতিবাদি Cicero কে বিচলিত করেছিল।

মধ্যযুগে রোমান আইন ও তুলনামূলক রাজনীতি ও সংবিধান তন্ত্রের ধ্বংস ঘটলেও দেখা যায় যে রোমান সাম্রাজ্যের সার্বিক আইনের ভাবনার একটি আইনগত তত্ত্ব খ্রিস্টীয় রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অক্ষুন্ন ছিল। তবে, সংবিধানতন্ত্র বা তুলনামূলক শাসণের বিকাশে এর তেমন কোন অবদান নেই। কারণ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এ এর কোনো প্রভাব ছিল না। সংবিধানের যে প্রাচীন সম্পদ মধ্য যুগে হারিয়ে যায়, তাকেই আবার ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় রেনেসাঁস এর সময় থেকে। গ্রিক ও রোমান লেখকদের রাজনৈতিক ভাবনা ও আদর্শের পূর্ণ উত্থান হোলো রেনেসাঁস যুগে। মধ্যযুগের রাষ্ট্র বিছিন্ন হলো আর একত্রিত হতে থাকলো ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন এই একত্রীকরণের মধ্য দিয়েই অখন্ড রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো । অখন্ড রাষ্ট্রএর ভাষা হলো জাতীয়তাবাদ ও সার্বভৌমিকতা আর এর অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠানগত ভিত্তি করে দিলেন ম্যাকিয়াভেলি । ইতিমধ্যে তুলনামূলক শাসন ও রাজনীতির একটি সুপ্তধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকে ইংল্যান্ডে। 1215 সালের মহাসনদ সামন্ততন্ত্রের যুগেই সাংবিধানিক রাষ্ট্রের ধারণা কে প্রভাবিত করেছে।

তুলনামূলক শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে আমেরিকা এবং ফ্রান্সের বিপ্লবী শাসনতন্ত্রের ইতিহাস যা প্রধানত অষ্টদশ শতকের উৎপন্ন হিসেবেই ধরা হয়।

তুলনামূলক রাজনীতির সাবেকি ঐতিহ্য ও ধারার প্রতি অসন্তোষ এবং পদ্ধতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অস্বাচ্ছন্দ্য দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ধরা পড়েছে। এই আসক্তি আর গবেষণাগত নতুন সম্ভাবনা নিয়ে তুলনামূলক শাসণের সৃষ্টি হল এক আন্দোলন । যুদ্ধকালীন সময়ের এই চাপা আবেগ আর উত্সাহ রীতিমতো আন্দোলনের রূপ পেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের পরে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক উৎসাহ এসেছে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের তরফ থেকে। এক কালের রাজনৈতিক একাকীত্বের শূন্যতা থেকে বেরিয়ে এসে মার্কিন রাজনীতিবিদরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বর বিষয়ে ধারণা কে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার এক নব ঐতিহ্য সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহিত হলেন। ইউরোপীয় রাজনীতি, আইনগত প্রতিষ্ঠানগত ঐতিহ্যএর বিকল্প হিসেবে তারা উপস্থিত করতে চাইলেন আইন ও প্রতিষ্ঠানএর বৃত্তের

বাইরের শক্তি ও উপাদানগুলিকে । স্বার্থ গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক যোগাযোগ ও অংশগ্রহণের ভাবনা এই নতুন আলোচনায় স্থান পেল। একদিকে সরকারি সাহায্য সহায়তার আনুকূল্য, অন্যদিকে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেকে নেতার ভূমিকায় পেশ করতে রাজনীতিতে যে নতুন গবেষণা গত উদ্যোগ দেখা দিল সেটাই হলো তুলনামূলক রাজনীতির নতুন যুগের মূল প্রবণতা ।

মার্কিন সরকার ও রাজনীতির গবেষকেরা মিলেমিশে সৃষ্টি করলেন নতুন যুগের তুলনামূলক রাজনীতির গবেষণা ও বিশ্লেষণের নতুন ধারা। তুলনামূলক রাজনীতির আন্দোলন হিসেবে ১৯৪৪ সালে মার্কিন রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি একটি কমিটি গঠন করে তুলনামূলক শাসন এর যে নতুন অভিমুখ দান করে তার উদ্দেশ্য হলো প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে তাল রেখে, বিশ্বের মানুষকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসা। কমিটি একমত হলো, তুলনামূলক শাসন তার সংকীর্ণ বিদেশের প্রতিষ্ঠানগত বর্ণনার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। এই অসঙ্গতি মুছে ফেলে এর আলোচনা ক্ষেত্রকে আরো পরিপুষ্ট করতে হবে, পদ্ধতির নতুন অর্থ দিতে হবে। পুরনো প্রতিষ্ঠানগত দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে, এক ধরনের কৌশল ছেড়ে বিদেশর রাজনীতি ও সভ্যতা কে জানতে প্রবেশাধিকার নিতে হবে নতুন কৌশল ও এলাকার মধ্যে। পদ্ধতি, কৌশল, প্রকল্প - সর্বক্ষেত্রে থাকবে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় ও পরিবর্তনের ছাপ। প্রায় একই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ তুলনামূলক রাজনীতির ওপর একটি আলোচনা সভায় বিষয়ের সমরূপতার (uniformity) উপর আবিষ্কারের কথা বলে, ধারণা ও সমস্যার বিশ্লেষণ মূলক ব্যাক্ষর মধ্য দিয়ে বাস্তব প্রতিষ্ঠানগত রূপের তুলনার কথা বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় তুলনামূলক রাজনীতি যে নতুন প্রবণতা ও প্রত্যাশা প্রত্যাশা কে উপস্থিত করে তা অবশ্যই অভাবনীয়। পশ্চিমের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরেও রাজনীতির সমস্যাকে জানার চেষ্টা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির তথ্যএর যে নতুন ভান্ডার উন্মুক্ত করেছে তার সুযোগ নেওয়া হল । তথ্য ও ভান্ডারে নতুন কৌশল ও সূত্র দান করল সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় যেমন অর্থনীতি, সমাজতত্ব, নৃতত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। পাওয়া গেল রাজনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত অভিজ্ঞ জ্ঞান ও গবেষণা গত ধ্যানধারণা।

তুলনামূলক রাজনীতির এই নতুন ধারা ও আন্দোলনের পিছনে বিশেষ অবদান রেখেছে আচরণবাদী আন্দোলন। আচরণবাদী বিশ্লেষণের সুত্রে তুলনামূলক রাজনীতি পেল সামাজিক ধারণা বিষয়ে নতুন

পদ্ধতিগত জ্ঞান। আচরণ বাদের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হলো ব্যবস্থাপক বিশ্লেষণ, কাঠামো কার্যগত ব্যাখ্যা, যোগাযোগ তথ্য প্রভৃতি । এই নতুন ক্ষেত্র এর সাহায্যে রাজনীতির একটি সহায়ক শাস্ত্র থেকে ক্রমশ একটি স্বাধীন শাস্ত্রে রূপান্তরিত হল তুলনামূলক রাজনীতি। বিছিন্নতা নয়, সংযোগ ও সমন্বয় হল নতুন এই বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য।

তুলনামূলক রাজনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তার ক্ষেত্র প্রস্তুত এর কাজ । সমাজ ও সংস্কৃতি রাজনীতি নতুন ধারাটিকে দিল উপযুক্ত ক্ষেত্র। এতদিন অনাদৃত ছিল যে তৃতীয় বিশ্বের সমাজব্যবস্থা, সেই সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সমস্যা, পরিবেশ ও জাতিগঠনের প্রশ্ন - তুলনামূলক রাজনৈতিক সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতার পেল। পশিমি উন্নত সমাজের চেয়ে তৃতীয় বিশ্বের বিচিত্র, উন্নয়নমূলক সমাজের মধ্যে তুলনামূলক রাজনীতির গবেষকেরা পেলেন সমাজ ও রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত, পারস্পরিক প্রবেশাধিকারের বা উভয়ের সম্পর্ককে গভীরভাবে উপযুক্ত পরিবেশ বা পরিস্থিতি। রাজনীতিকে নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্র কি ভূমিকা নিতে পারে, তুলনামূলক রাজনীতির গবেষকদের দৃষ্টি সেই প্রশ্নেই আকর্ষিত হলো। তুলনামূলক রাজনীতির জনপ্রিয়তা পেলো রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র আইনের নিয়ম আর প্রতিষ্ঠান জালে আটকে রেখে বোঝা সম্ভব নয়, জানতে হবে সমগ্র সমাজ বিন্যাসটিকে এ বিষয়ে নতুনভাবে আলোকপাত করলেন নতুন যুগের রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকেরা।

তুলনামূলক রাজনীতির একটি নতুন অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকেই। বিশ্ব রাজনীতির নতুন অবস্থান জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের সমস্যা ও সংকট নিয়ে ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে এদের কাছাকাছি আনা যায় তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সমস্ত জাতীয় সরকার গুলিকে একটি পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বের অধীনে আনার প্রয়াস হলো রাষ্ট্রসঙ্ঘ। পরস্পর নির্ভরশীল এই বিশ্বে সম্পর্ক সৃষ্টির মূল মাধ্যমে সরকার, বিদেশনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তি হলেও মূল প্রশ্ন হলো সামাজিক আদান প্রদানের ক্ষেত্র কতটা প্রস্তুত হয়েছে। ইউরোপের ঐক্য কথাটি আমাদের অজানা নয়। তবে বিশ্ব ঐক্যের ভাবনাটি সঞ্চারিত হল বিশ্ব অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সমগ্র বিশ্বে তার দ্বার উদঘাটন এর মাধ্যমে। তুলনামূলক রাজনীতিতে বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত কে বুঝতে হবে রাষ্ট্র শাসনের ধারায় নয়, সমাজ গঠন, জাতি গঠন, উন্নয়ন ও রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাত্রায়।